প্রথম আলো

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

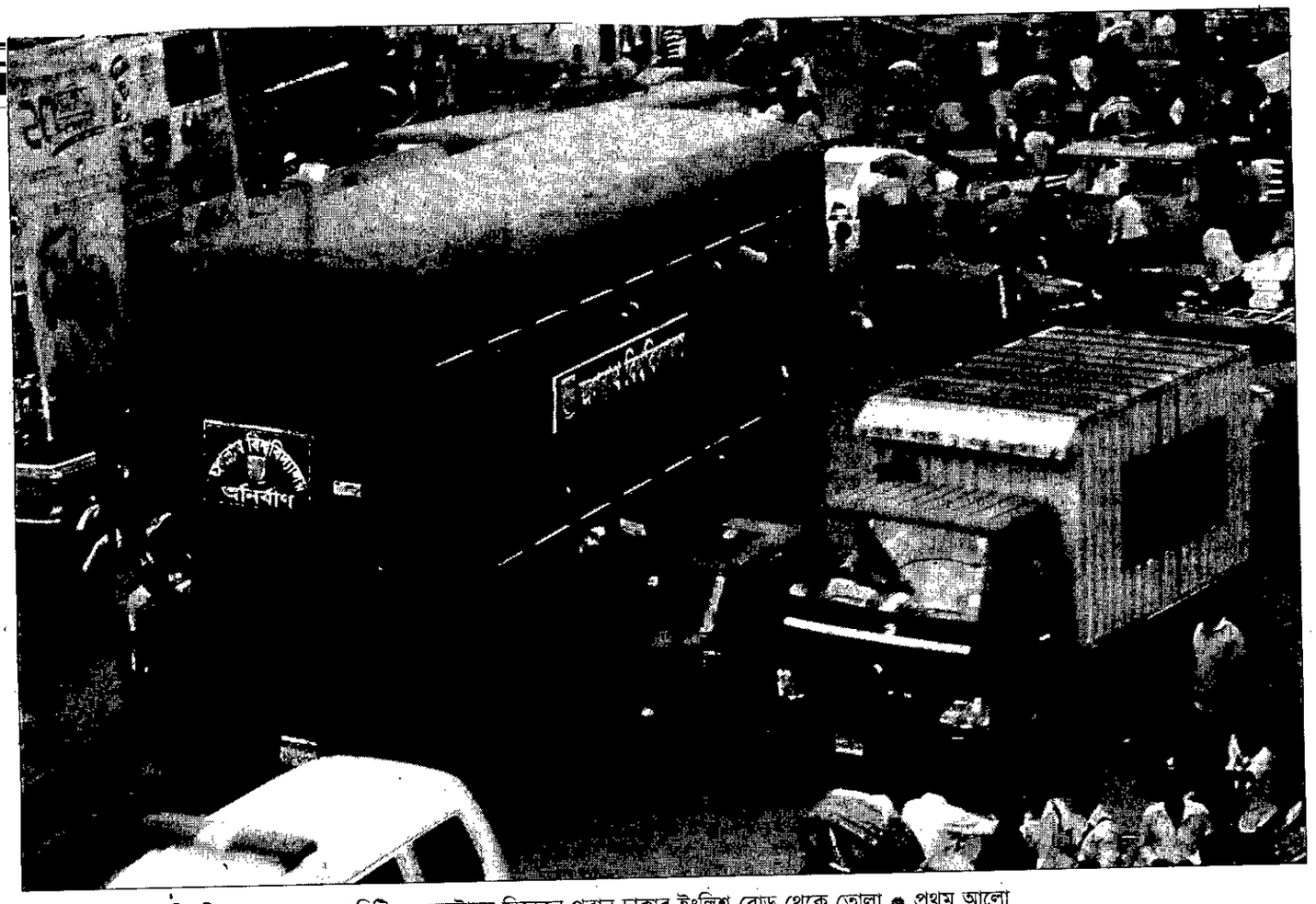

উল্টো পথে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস। ছবিটি ২৬ অক্টোবর বিকেলে পুরান ঢাকার ইংলিশ রোড থেকে তোলা ● প্রথম আলো

উল্টো পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস

যানজট

মুসা আহমেদ ও আসিফুর রহমান ●

যানজটে পড়লে রাজধানীর সব সড়কে নিয়মিত উল্টো পথে ঢুকে পড়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের বহন করা বাস। এতে যানজট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কখনো দুর্ঘটনাও ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে যাতায়াত করেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, যানজটে আটকে গেলে অপেক্ষা না করে বাসগুলো সুযোগ পেলেই উল্টো পথে ঢুকে পড়ে। উল্টো পথে গাড়ি না চলতে গত মে মাসে রুল জারি করেন উচ্চ আদালত। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথাও উল্লেখ ছিল। তৎসত্ত্বেও উল্টো পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি চলাচল বন্ধ হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসচালকেরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে উল্টো পথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রতিটি বাসে নিয়মিত যাতায়াতকারী ছাত্ররা নিজেরাই একটি করে 'বাস কমিটি' করেছেন। যানজটে পড়লে এই কমিটির নেতারা চালককে উল্টো পথে গাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য করেন। তাঁদের কথা না শুনলে চালকদের হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। ফলে সড়কের বিভাজনের কোনো ফাঁকা অংশ পেলেই উল্টো পথে বাস ঢোকাতে হয়।

গত বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটা। শাহবাগ মোড় থেকে বাংলামোটর পর্যন্ত সড়কের পশ্চিম পাশে তীব্র যানজট। কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্সসহ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েক শ যানবাহন। উল্টো পাশের সড়কটি ফাঁকা। ঠিক এই সময় শাহবাগ মোড় থেকে উল্টো পথে ঢুকছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বহন করা দ্বিতল একটি বাস। নিয়মনীতির কোনো তোয়াক্কা না করে হোটেল রূপসী বাংলা মোড় পর্যন্ত ছুটে এল বাসটি। এ সময় বিপরীত দিক থেকে গাড়ি আসায় সড়কে লেগে যায় যানজট। কয়েকজন শিক্ষার্থী বাস থেকে নেমে তাঁদের বাসটি এগিয়ে নেন। একইভাবে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকা থেকে তাঁতীবাজার মোড় পর্যন্ত নিয়মিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলো উল্টো পথে চলে বলে জানিয়েছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলোকে হরহামেশাই শহরের বিভিন্ন সড়কে উল্টো পথে চলাচল করতে দেখা যায়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী রবিউল আলম বলেন, ক্লাস বা পরীক্ষা থাকলে যানজটের কারণে ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়। তখন উল্টো পথে যেতে হয়। এ ছাড়া বিকেলে সব শিক্ষার্থীই ক্লান্ত থাকেন। তাই ফিরতি পথে যানজটে আটকে না থেকে উল্টো পথে যেতে হয়। এতে ট্রাফিক পুলিশেরা বাধা দেন না।

ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাস কমিটির অধিকাংশই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী। এই কমিটির সদস্যদের জন্য আগে থেকেই ছাত্রীদের পাশে আসন বরাদ্দ থাকে। এ নিয়ে প্রায় প্রতিটি বাসে ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কমিটির অনেকে আবার বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে যেতে পছন্দ করেন। যানজটের সময় তাঁরাই মূলত চালককে বাস উল্টো পথে নিতে বাধ্য করেন। উল্টো পথে আটকে গেলে কমিটির কয়েকজন রাস্তায় নেমে হুমকি-ধমকি দিয়ে সঠিক পথে চলা গাড়িগুলোকে সরিয়ে দেন। এসব নিয়ে প্রায়ই ট্রাফিক পুলিশ ও অন্য গাড়ির চালকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বাদানুবাদের ঘটনার অভিযোগ রয়েছে।

২০১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বাস উল্টো পথ দিয়ে চলতে গেলে একটি ব্যক্তিগত গাড়ির বাধার মুখে পড়েছিল। তখন ছাত্ররা ওই গাড়ির চালক ও তাঁর বাবাকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। গত ফেব্রুয়ারিতে কারওয়ান বাজারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উল্টো পথে যাওয়া নিয়ে পুলিশ ও আনসার সদস্যদের হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলোর ক্ষেত্রেও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য ২১টি রুটে প্রায় ৮০টি বাস, শিক্ষকদের জন্য ৯টি রুটে প্রায় ২০টি মিনি ও মাইক্রো বাস এবং কর্মকর্তাদের ৬টি রুটে ১৫টির মতো গাড়ি যাতায়াত করে। এর মধ্যে ২০টি বাস, ১২টি মিনিবাস ও ৯টি মাইক্রোবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব। অন্যগুলো ভাড়া নেওয়া হয়। আর জগন্নাথ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রায় ৫০টির মতো বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'উল্টো পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচলের কথা শুনেছি। এতে নেতৃত্বে দেয় প্রতিটি বাসে স্বঘোষিত কিছু বাস কমিটি। তারা অনেক সময় ছাত্রীদের আসন দখল করে বসে এমন অভিযোগও রয়েছে। এ ধরনের বাস কমিটি বন্ধ করতে পরিবহন পরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এ জন্য আমরা সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়েছি। চালক ও ছাত্রদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। এখন উল্টো পথে চলা অনেক কমে গেছে। আমাদের কোনো চালক উল্টো পথে যায় না।'